চাইল্ড ইনটেগ্রিটি ও শিশু বঙ্গবন্ধু ফোরাম

প্রেক্ষাপট

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন- আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুরা যেন সৃজনশীল, মননশীল এবং মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে, তিনি সব সময় সেটাই চাইতেন। অহিংসা, মানবপ্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর আদর্শই সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পাথেয়। কর্মব্যস্ত জীবনে মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে বঙ্গবন্ধু শিশুদের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন।বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময়ে কচি-কাঁচার মেলা, খেলাঘরসহ অন্যান্য সংগঠনের শিশুবন্ধুদের অনুষ্ঠান ও সমাবেশে শিশুদের উপস্থাপনা উপভোগ করতেন। তিনি এত সহজে, এত আন্তরিকভাবে শিশুদের সঙ্গে মিশে যেতেন যে, শিশুরাও তাঁকে খুব কম সময়ের মধ্যেই আপন করে নিত।শিশুদের প্রিয় মানুষ বঙ্গবন্ধু শিশুদের কল্যাণে ১৯৭৪ সালের ২২ জুন জাতীয় শিশু আইন (চিলড্রেন অ্যাক্ট) জারি করেন। এই আইনের মাধ্যমে শিশুদের নাম ও জাতীয়তার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শিশুদের প্রতি সব ধরনের অবহেলা, শোষণ, নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন, খারাপ কাজে লাগানো ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যে শ্রম দিয়েছেন তা বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা হয়েছে।শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২" প্রণয়ন করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। "জাতীয় শিশু নীতি-২০১১" প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে। এছাড়াও শিশুর সুষ্ঠু শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সরকার গ্রহণ করেছে নানাবিধ পদক্ষেপ।

ভিশন

সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও নৈতিকতার চেতনায় উজ্জীবিত মানবিক প্রজন্ম গড়ে তোলা।

মিশন

জেলার প্রতিটি শিশুকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় এনে মানসম্মত শিক্ষা ও নৈতিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা করা।

উদ্দেশ্য

১.অন্তর্ভুক্তিমূলক: সকল শিশুকে একটি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করা

২.আচরণগত পরিবর্তন: মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের চর্চা করা

৩.তথ্যমূলক: সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী তথ্য সরবরাহ করা

কার্যাবলি

- জেলার প্রতিটি শিশুকে একটি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করতে একটি কমন প্লাটফর্ম তৈরী করা
- প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ফোরাম প্রতিষ্ঠা
- প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- প্রান্তিক ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করতে শিশুবান্ধব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ পর্যালোচনা করা
- প্রতিবন্ধী ও জাতিগত সংখ্যালঘু শিশুদের অন্তর্ভুক্তকরণে শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী শিখন পদ্ধতি গ্রহণ
- ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বন্ধুসুলভ প্লাটফর্ম তৈরী করা
- মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও নৈতিকতা বিষয়ক বই বিনামূল্যে বিতরণ
- বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ এর ভাষণ চর্চা করা
- দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা
- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টারি, নাটক ও সিনেমা প্রদর্শন
- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তৈরী ডকুমেন্টারি প্রদর্শন
- বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন গোলসমূহের ধারণা শিশুদের মাঝে সহজীকরণের জন্য ব্যবহারিক ও তথ্যমূলক পাঠ এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শন
- শিশুদের তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সহজীকরণ
- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ
- বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা আয়োজন
- শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ও নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে-বিতর্ক, কুইজ, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন
- জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- শ্রেণিভিত্তিক খেলার দল গঠন করে খেলার আয়োজন ও শিশুদের দলীয় ব্যবস্থাপনা শেখানো
- জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- শিশুদের জীব ও পরিবেশ বান্ধব করে গড়ে তোলা
- পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা
- শিক্ষা সফর আয়োজন

কমিটি

ক) উপদেষ্টা কমিটি

১. মাননীয় সংসদ সদস্য
২. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা
৩. জেলা প্রশাসক, খুলনা

খ) বাস্তবায়ন কমিটি

১. জেলা প্রশাসক, খুলনা
২. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), খুলনা
৩. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), খুলনা
৪. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
৫. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
৬. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
৭. উপজেলা চেয়ারম্যান
৮. সহকারী কমিশনার
৯.ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান